জামাতীদের জামিন হয় সাথে সাথে- অন্যদের জামিন নেই।

-বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট

দৈনিক ইনকিলাবের ৯ই মে ১২ পৃষ্ঠার খবরে বলা হয়েছে-

পল্টনের হত্যা কাণ্ড নিয়ে ওয়ার্কাস পার্টির দায়ের করা মামলায় জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সহ ১০জন আসামি ২২মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছেন। গত কাল ৮ইমে মঙ্গলবার ১০জন আসামি ঢাকা আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন জানান। উভয় পক্ষের শুনানীর পর মহানগর দায়রা জজ মমিন উল্লাহ অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন"। (ইনকিলাব ৯ই মে ১২ পৃষ্ঠা)

অভিমত ঃ জামায়াত শিবির একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদল- একথা কে না জানে? জঙ্গীবাদের মূল গডফাদার তারা- একথা শতবার পত্রিকায় উঠেছে এবং এখনও উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ইসলামী সংগঠন থেকে তাদেরকে গ্রেফতারের দাবীও উঠেছে। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নীরব। আমরা বিশ্বাস করি- কেয়ারটেকার সরকার দূর্নীতিও জাঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু জামায়াত সম্পর্কে এভাবে ছাড় দেয়ায় জনমনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, সরকার তাদের রক্ষার জন্যই এসেছে অথবা সরকারের মধ্যে তাদের পক্ষের কোন লোক আছে অথবা বিদেশী বিশেষ দেশের চাপ আছে। যদি তাই হয়- তাহলে সরকার নিরপেক্ষ রইলো কোথায়? পক্ষপাতিত্বের সরকার কি জনগনের আস্থা বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে? বিষয়টি দিনদিনই পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, সরকার আই ওয়াশ করার জন্য নাটক করছেন। যাদেরকে ধ্বংস করার-তাদেরকে ধ্বংস করেই ছাড়বে এবং জামায়াতকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা আশা করবো- নিরপেক্ষভাবে দূর্নীতি ও জঙ্গীবাদ উৎখাত করুন রাজনীতি ও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করুন- তারপর যথাশীঘ্র নির্বাচন দিন। তা নাহলে দেশে পুনয়ায় সংকট দেখা দিবে- যার সমাধান আর্মি ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। -সুন্নীবার্তা পর্যবেক্ষক।